

মামলুকাতুল্লাহ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৭

(১)বিচার করো না, তাহলে তোমরাও বিচারের মুখোমুখি হবে না। কারণ যেভাবে তোমরা বিচার করো, সেভাবেই তোমাদের বিচার করা হবে; (২)আর যেভাবে তোমরা মেপে দাও, সেভাবে তোমাদের জন্যও মাপা হবে।

(৩)অন্যের চোখে যে-খুলিকণা আছে তা কেনো দেখছো অথচ তোমার নিজের চোখের মধ্যে যে কাঠের টুকরো আছে তা লক্ষ্য করছো না কেনো?

অথবা (৪)যখন তোমার নিজের চোখেই কাঠের টুকরা রয়েছে, তখন কেমন করে অন্যকে বলছো, 'এসো, তোমার চোখ থেকে কণাটি বের করে দেই'? (৫)তুমি ভণ্ড প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কাঠের টুকরাটি বের করে ফেলো, তাহলে অন্যের চোখ থেকে কণাটি বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

(৬)যা পবিত্র তা কুকুরকে দিয়ো না। শূকরের সামনে মুজ্জা ছড়িয়ো না; হয়তো তারা সেগুলো তাদের পায়ের তলায় মাড়াবে এবং ফিরে এসে তোমাকেই ক্ষতবিক্ষত করবে।

(৭)চাও, তোমাদের দেয়া হবে। খোঁজ করো, তোমরা পাবে। দরজায় কড়া নাড়ো, তোমাদের জন্য খোলা হবে। (৮)যারা চায় তারা প্রত্যেকে পায় এবং যারা খোঁজ করে তারা প্রত্যেকে খুঁজে পায় আর যারা দরজায় কড়া নাড়ে, তাদের প্রত্যেকের জন্য দরজা খোলা হয়। (৯)তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার সন্তান রুটি চাইলে সে তাকে পাথর দেবে? (১০)কিংবা মাছ চাইলে সাপ দেবে? (১১)তোমরা খারাপ হয়েও যদি নিজেদের সন্তানদের ভালো ভালো জিনিস দিতে

জানো, তাহলে যারা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে চায়, তিনি যে তাদের ভালো ভালো জিনিস দেবেন, এটি কতোই-না নিশ্চিত!

(১২)সব বিষয়েই তোমরা অন্যের কাছ থেকে যেমনটি আশা করো, তোমরাও তাদের জন্য তেমনই করো; এটাই হলো শরিয়ত ও সহিফাগুলোর মূল শিক্ষা।

(১৩)সরু দরজা দিয়ে ঢোকো, কারণ ধ্বংসের পথে যাওয়া সহজ ও এর দরজাও চওড়া; অনেকেই এপথে যায়। কিন্তু জীবনের পথ খুব কঠিন এবং (১৪)তার দরজাও সরু; খুব কম লোকই তা খুঁজে পায়।

(১৫)ভণ্ড নবিদের বিষয়ে সাবধান হও! তারা তোমাদের কাছে ভেড়ার চেহারায়ে আসে অথচ ভেতরে তারা রাফুসে নেকড়ের মতো। (১৬)কাজ দেখেই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কাঁটারোপে কি আঙুর কিংবা শিয়াল-কাঁটায় কি ডুমুর ধরে? (১৭)ঠিক সেভাবে প্রত্যেক ভালো গাছে ভালো ফলই ধরে আর খারাপ গাছে খারাপ ফলই ধরে।

(১৮)ভালো গাছে খারাপ ফল অথবা খারাপ গাছে ভালো ফল ধরতে পারে না। (১৯)যে-গাছে ভালো ফল ধরে না তা কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। (২০)কাজেই বলি, কাজ দ্বারাই তোমরা তাদের চিনতে পারবে।

(২১)যারা আমাকে ‘হুজুর, হুজুর’ বলে ডাকে, তারা প্রত্যেকে যে বেহেস্তি রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয় কিন্তু যে আমার প্রতিপালকের ইচ্ছা পালন করে, সেই ঢুকতে পারবে। (২২)সেদিন অনেকেই আমাকে বলবে, ‘হুজুর, হুজুর’, আমরা কি আপনার নামে ভবিষ্যতের কথা বলিনি? আপনার নামে কি ভূত ছাড়াইনি? এবং আপনার নামে কি অনেক আশ্চর্য কাজ করিনি?’ (২৩)তখন আমি তাদের স্পষ্ট করে বলবো, ‘কোনোকালেই তোমরা আমার লোক ছিলে না। দুষ্টের দল! আমার কাছ থেকে দূর হও।’

(২৪)অতএব, যে কেউ আমার এসব কথা শোনে এবং আমল করে, সে এমন একজন বুদ্ধিমানের মতো, যে পাথরের ওপর তার ঘর তৈরি করলো। (২৫)পরে বৃষ্টি নামলো, বন্যা এলো, ঝড় বইলো এবং সেই ঘরের ওপর আঘাত করলো কিন্তু সেই ঘর পড়লো না; কারণ তা পাথরের ওপর তৈরি করা হয়েছিলো। (২৬)আর যে কেউ আমার এসব কথা শোনে কিন্তু পালন করে না, সে এমন একজন মূর্খের মতো, যে বালির ওপর তার ঘর তৈরি করলো।

(২৭)পরে বৃষ্টি নামলো, বন্যা এলো, ঝড় বইলো এবং সেই ঘরের ওপর আঘাত করলো; তাতে ঘরটা পড়ে গেলো। কি ভীষণভাবেই না এটির পতন ঘটলো!”

(২৮)হযরত ইসা রা. যখন এসব বিষয়ে বলা শেষ করলেন, তখন সমস্ত লোক তাঁর শিক্ষায় অবাক হয়ে গেলো; (২৯)কারণ তিনি আলিমদের মতো শিক্ষা না দিয়ে বরং অধিকার আছে এমন একজনের মতো তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন।